প্রশ্ন: উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের মধ্যে পার্থক্য

উত্তর: উপনিবেশবাদ ও নয়াউপনিবেশবাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক পার্থক্য উল্লেখ যোগ্য। উভয়ের চরিত্রেই শোষণের প্রবণতা থাকলেও বেশ কয়েকটি প্রকৃতিগত, কার্যগত ও চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। নয়া উপনিবেশবাদকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদেরই উত্তরসূরি বলে মনে করা হয়। এটি সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন কৌশলমাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে উন্নত [illegible] রাষ্ট্রগুলি সরাসরি ভাবে উপনিবেশিকতার অনুসরণ না করে পরোক্ষ শাসন ও শোষণ কার্যের মাধ্যম হিসেবে নয়া উপনিবেশকে গ্রহণ করেছিল। মূলত নয়া উপনিবেশবাদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজ অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষা করেছিল। যদিও এই দুইটির পদ্ধতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে—

ক) সাম্রাজ্যবাদের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য — তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির উপর সরাসরি রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম। কিন্তু নয়া উপনিবেশবাদ তা না করে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম না করেও একটি রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা হয়।

খ) সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখলের মা কিন্তু নয়া উপনিবেশবাদে উন্নত রাষ্ট্রের দ্বারা দরিদ্র রাষ্ট্রের ভূখণ্ড অধিকৃত হয় এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য এই যে, নয়া উপনি প্রধান চরিত্র হলো আর্থিক শোষণ।

) সাম্রাজ্যবাদকে শোষণের আদি বা প্রাচীন রূ বলে বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞা তাঁদের মতে, বর্তমান বিশ্বে এই শোষণ

অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে, আবার অন্যদিকে, নয়া উপনিবেশবাদ হলো একটি অপেক্ষাকৃত নতুন ধারণা যা বিশ্বযুদ্ধের পর আত্মপ্রকাশ করেছে। উল্লেখ করা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে নয়া উপনিবেশিকবাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, ঐ দিক থেকে দেখতে গেলে, নয়া উপনিবেশবাদ হলো একটি নতুনতর ধারণা।

(ঘ) সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রের দ্বারা দুর্বল রাষ্ট্রকে, শোষনের বস্তু হিসেবে রূপে দেখা হয়, শুধু তাই নয়, ঐ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শোষনের পাশাপাশি রাজনৈতিক শোষণও চলে পুরোদমে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের হাতে উক্ত দুর্বল রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাও পদানত হয়। কিন্তু নয়া উপনিবেশিকতা হলো ~~শোষনের~~ শোষনের ~~সূক্ষ্ম~~ সূক্ষ্মতর রূপ। ঐ ক্ষেত্রে শোষনের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করাই সহজ নয় কঠিন হয়ে পড়ে।

(ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদের তথা উপনিবেশিকতার চরম পরাজয় লক্ষ্য করা যায়, উপনিবেশিকতার ক্রমশ অবসান ঘটে। এর ফলে উপনিবেশিক শক্তিগুলি ক্রমশ অধীনস্থ উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা প্রদানে বাধ্য হয়, নয়া উপনিবেশিকবাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনি, নয়া উপনিবেশবাদ কিন্তু আজও প্রসারিত হয়ে চলেছে।

(চ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে এবং আধুনিকতা প্রসারের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশ অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে ধনী রাষ্ট্রের উপর উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর ফলে নয়াউপনিবেশবাদ ক্রমশ [illegible] (উদাহরণ - বহুজাতিক সংস্থা (MNC) এই নয়া উপনিবেশবাদের পুষ্ট [illegible]